যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা)

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা ইবন আল হারিস আল-হিলালিয়্যা ছিলেন বনু বাকর ইবন হাওয়াযিনের কন্যা। তাঁর উপাধি বা লকব ছিল 'উম্মুল মাসাকীন'। উহুদ যুদ্ধে তাঁর স্বামী শাহাদাত বরণ করলে ঐ বছরই হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তিনি উম্মুল মুমিনীন-এর অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারিনী হন।

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মার (রা) প্রথম বিয়ে কার সাথে হয় সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। বালাজুরী, ইবনুল কালবী এবং নসববিদ আবুল হাসান আলী আল-জুরসানীর মতে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের আগে তার প্রথম স্বামী ছিলেন তুফাইল ইবন আল হারিস। তুফাইল তালাক দিলে তাঁর ভাই উবায়দা ইবন আল-হারিস তাঁকে বিয়ে করেন। বদরে তিনি আহত হয়ে আস-সাফরাতে মারা যান। তখন 'উবায়দার বয়স ৬৪ বছর। তারপর রাসূল (সা) তৃতীয় হিজরীর রমজান মাসে তাঁকে বিয়ে করেন। একথা বালাজুরী ও ইবন সা'দও বলেছেন।[১]

ইউনুস ইবন মুহাম্মাদ, ইবন ইসহাকের সূত্রে বলেছেন, পূর্বে তিনি আল-হুসাইন ইবনুল হারিস ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন, অথবা তাঁর ভাই আত-তুফাইল ইবন আল-হারিসের।[২] ইবন হিশাম বলেন: রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পূর্বে তিনি 'উবায়দা ইবনুল হারিসের স্ত্রী ছিলেন। আর 'উবায়দার পূর্বে তিনি স্ত্রী ছিলেন জাহ্‌ম ইবন 'আমর ইবনুল হারিসের। এই জাহ্‌ম ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই।[৩]

তবে ইবন আবদিল বার ও ইবনুল আসীরের মতে, রাসূলুল্লাহের সাথে বিয়ের অব্যবহিত পূর্বে তিনি আবদুল্লাহ ইবন জাহাসের স্ত্রী ছিলেন।[৪] হিজরী তৃতীয় সনে এই আবদুল্লাহ উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কাফিররা তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করে লাশ বিকৃত করে ফেলে। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু উমাইমা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিবের ছেলে। স্বামীর এমন মৃত্যুতে হযরত যায়নাব (রা) দারুণ ব্যথা পান। ইমাম যুহরীও একথা বলেছেন।[৫]

তৃতীয় হিজরীর রমজান মাসের প্রথম দিকে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং দেনমোহর বাবদ বারো উকিয়া সোনা দান করেন। ইবন হিশাম বলেন, চার শো দিরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন।[৬] এ বিয়ের মধ্যস্থতা করেন কুবায়সা ইবন 'আমর আল-হিলালী (রা)।[৭] রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর, কোন কোন বর্ণনা মতে, দুই অথবা তিন মাস জীবিত ছিলেন।[৮] বালাজুরী বলেন, আট মাস রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর করার পর ৪র্থ হিজরীর রবী'উস সানী মাসের শেষ দিকে মারা যান।[৯] এ মতটিই সঠিক বলে মনে হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছর।[১০] রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই তাঁর জীবদ্দশায় হযরত খাদীজার পর প্রথম

http://islaminonesite.wordpress.com

জান্নাতবাসিনী হন। রাসূলুল্লাহ (সা)-তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনার বাকী গোরস্থানে দাফন করেন।[১১]

ইবন হাজার (র) বলেন, হযরত হাফসার (রা) পরে রাসূল (সা) যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মাকে (রা) ঘরে আনেন। হযরত উম্মু সালামার (রা) একটি বর্ণনায় এসেছে, যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মার মৃত্যুর পর রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করে তাঁরই ঘরে এনে উঠান।[১২]

কারও মনে এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর হযরত যায়নাবের (রা) ইদ্দাত ছিল চার মাস দশ দিন। কিন্তু উহুদ যুদ্ধ হয় শাওয়াল মাসে। তাহলে সেই বছর রমজান মাসে বিয়ে হয় কেমন করে? আল্লামা যুরকানী বলেছেন, সম্ভবত হযরত যায়নাব (রা) সন্তান সম্ভবা ছিলেন এবং প্রসবের পরই ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যায়।[১৩]

কেউ কেউ বলেছেন. রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী

أَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقًا بِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا

(তোমাদের মধ্যে যার হাত দীর্ঘ সেই খুব তাড়াতাড়ি আমার মৃত্যুর পর আমার সাথে মিলিত হবে।) —দ্বারা যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'দীর্ঘ হাত' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ দানশীলতা। যেহেতু হযরত যায়নাব, খুব বেশী দান-খায়রাত করতেন, তাই 'লম্বা হাত' বলে তাঁকে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মূলত এ হাদীস দ্বারা যায়নাব বিন্‌ত জাহাশকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যু হয় রাসূলুল্লাহর (স) ওফাতের পরে সকল আসওয়াজে মুতাহারাত্তের আগে। আর মুহাদ্দিসগণ তো এ ব্যাপারে একমত যে, যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন।[১৪]

ইবন হিশাম বলেন ঃ[১৫]

وَكَانَتْ تُسَمَّيْ أُمُّ الْمَسَاكِيْنَ، لِرَحْمَتِهَا إِيَّاهُمْ وَرِقَّتِهَا عَلَيْهِمْ

-'গরীব-মিসকীনদের প্রতি তাঁর দয়া-মমতা ও সহমর্মিতার কারণে, তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' বা 'মিসকীনদের মা' বলা হতো।'

হাফেজ ইবন হাজার (র) বলেন ঃ[১৬]

وَكَانَتْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْمَسَاكِيْنَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُطْعِمُهُمْ وَتَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ

– 'তিনি গরীব-মিসকীনদের আহার করাতেন এবং তাদেরকে দান-খায়রাত করতেন, এ কারণে তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' বলা হতো।'

ইবন আবদিল বার ও বালাজুরী বলেন, জাহিলী যুগেই তাঁকে এ নামে ডাকা হতো।[১৭]

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) সম্পর্কে হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায়না। সম্ভবত এর কারণ তাঁর অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ। ■

http://islaminonesite.wordpress.com

তথ্যসূত্র

১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯; আল-ইসাবা-৪/৩১৬, তাবাকাত-৮/৮২
২. ইবন কাসীর : আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা-২/৫১৮
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৪৭
৪. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৬
৫. আসাহ আস-সিয়ার-৬১৯; আল-ইসতীয়াব-৪/৩১৩
৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৪৭
৭. প্রাগুক্ত
৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৮
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯
১০. তাবাকাত-৮/৮২; আল-ইসাবা-৪/৩১৬
১১. তাবাকাত-৮/৮২
১২. আল-ইসাবা-৪/৩১৬
১৩. আসাহ আস-সিয়ার-৬২০
১৪. তাবাকাত-৮/৮২; আল-ইসাবা-৪/৩১৬
১৫. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৪৭
১৬. আল-ইসাবা-৪/৩১৫
১৭. আল-ইসতী'য়াব-৪/৩১৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯

http://islaminonesite.wordpress.com